নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ৪১৩৪/২০১৯

মোঃ সাদেকুল ইসলাম

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

----প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট মোঃ তয়েদ উদ্দিন খান

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ,এস,এম. কামাল আমরোহী চৌধুরী

----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ২৪.০৭.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২২.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

জনাব শেখ হাফিজুর রহমান বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ৯ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১২/২০১৭(শাহবাগ থানার মামলা নং ৪৩ তারিখ ৩১.০৮.২০১৬, এসিসি জিআর মামলা নং ৩৬৬/২০১৬ এবং মেট্রো বিশেষ মামলা নং ৮৪/২০১৭ হতে উদ্ভুত)-এ বিগত ইংরেজী ২১.০৩.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে মোঃ সাদেকুল ইসলামকে দোষী সাব্যস্তক্রমে দন্ডবিধি ৪১৯ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ০১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং দুর্নীতি প্ররিরোধ আইন, ১৯৪৭ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ০১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং উভয় ধারায় প্রদত্ত দন্ড পৃথক পৃথকভাবে চলবে আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে অত্র ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করলে বিগত ইংরেজী ২৩.০৪.২০১৯ তারিখে শুনানীর জন্য গ্রহন করা হয়।

প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, আসামী মোঃ সাদেকুল ইসলাম বিগত ইংরেজী ৩০.০৮.২০১৬ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬ঃ০০ ঘটিকার সময় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোট,

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান এর ৭/এ ধানমন্ডিস্থ বাসায় বিচারপতি মহোদয়ের কন্যা লাবিনা তাহের ও তাবিনা তাহের এর পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশন এর জন্য উপস্থিত হয়ে নিজেকে পুলিশের এস,আই সালাম হিসেবে পরিচয় প্রদান করে। পরবর্তীতে সে বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রী ডাঃ সাবরিনার নিকট পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য জনপ্রতি ১০০০/-(এক হাজার) টাকা হিসেবে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা দাবী করে। ডাঃ সাবরিনা বিষয়টি বুঝতে না পেরে তাকে রিক্সা ভাড়া ও চা খাওয়ার জন্য বকশিস দিতে চাইলে আসামী তা নিতে অস্বীকার করে বলে যে, ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা না দিলে পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে না। ডাঃ সাবরিনা তৎক্ষনাৎ বিষয়টি বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে অবস্থানরত মাননীয় বিচারপতি মহোদয়কে অবহিত করলে তিনি আসামীকে তার বাসা ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করেন। অত্র বিষয়ে এ,এস,আই মোঃ সাদেকুল ইসলামকে বিগত ইংরেজী ৩১.০৮.২০১৬ তারিখ সকাল ১০ঃ৩০ ঘটিকায় সুপ্রীমকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে হাজির করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বলা হবে আসামী সুপ্রীম কোর্টে হাজির হয়। আসামী হাজির হলে সংশ্লিষ্ট আদালত অবগত হন যে, আসামী এস,আই সালাম নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে সে এ,এস,আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম। আসামী তার পরিচয় গোপন করে মাননীয় বিচারপতির বাড়ীতে এস,আই সালাম হিসেবে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভেরিফিকেশনের কাজটি তার হাওলাকৃত ছিল না বরং এস,আই সালামের হাওলাকৃত ছিল। আসামী এ,এস,আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম নিজের পরিচয় গোপন করতঃ অন্য পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রদান করে মাননীয় বিচারপতির বাসায় গমন করতঃ তার নামে হাওলাকৃত নয় এমন ভেরিফিকেশনে উৎকোচ দাবী করায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের স্যুয়োমোটো রুল নং ০৮/২০১৬ বিগত ইংরেজী ৩১.০৮.২০১৬ তারিখের আদেশের নির্দেশনা মতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের স্পেশাল অফিসার বেগম হোসনে আরা আকতার শাহবাগ থানায় হাজির হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র এজাহার দায়ের করেন। উক্ত এজাহারের প্রেক্ষিত শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক তথ্য বিবরনীর সকল কলাম পুরন করতঃ আসামীর বিরুদ্ধে The Penal Code, 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারা সহ The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারামতে বিগত ইংরেজী ৩১.০৮.২০১৬ তারিখে শাহবাগ থানায় অত্র মামলা রুজু করেন এবং মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তের ব্যবস্থা করবেন মর্মে নোট প্রদান করেন। পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশন এজাহারকারী ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে আসামীর বিরুদ্ধে বিগত ইংরেজী ২৬.০৪.২০১৭ তারিখে অভিযোগপত্র দাখিল করে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মোকদ্দমাটি বিচার ও নিস্পত্তির লক্ষ্যে আসামীর বিরুদ্ধে The Penal Code, 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারা সহ The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করে আসামীকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রসিকিউশন পক্ষ অত্র মোকদ্দমায় আসামীর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে ৪ জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করেন। আসামীপক্ষ প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করেন। অতঃপর প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপান্তে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মোতাবেক পরীক্ষা করা হলে আসামী নিজেকে পুনরায় নির্দোষ দাবী করতঃ কোন সাফাই সাক্ষী দিবেনা, কোন কাগজপত্র দাখিল করবে না এবং তার বলার কিছু নাই মর্মে জানায়।
		জনাব শেখ হাফিজুর রহমান বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ৯ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১২/২০১৭(শাহবাগ থানার মামলা নং ৪৩ তারিখ ৩১.০৮.২০১৬, এসিসি জিআর মামলা নং ৩৬৬/২০১৬ এবং মেট্রো বিশেষ মামলা নং ৮৪/২০১৭ হতে উদ্ভুত)-এ বিগত ইংরেজী ২১.০৩.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে মোঃ সাদেকুল ইসলামকে দোষী সাব্যস্থক্রমে দন্ডবিধি ৪১৯ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে ০১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং দুর্নীতি প্ররিরোধ আইন, ১৯৪৭ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ০১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং উভয় ধারায় প্রদত্ত দন্ড পৃথক পৃথকভাবে চলবে মর্মে আদেশ প্রদান করেন।
		উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী মোঃ সাদেকুল ইসলাম অত্র ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করেন।
		বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত নং- ৯, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-১২/২০১৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২১.০৩.২০১৯ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।
		আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ তয়েদ উদ্দিন খান বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ, এস, এম, কামাল আমরোহী চৌধুরী এবং রাষ্ট্র প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী সংগে সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল লাকী বেগম ও সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল ফৌরদৌসী আক্তার বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।
		অত্র আপীল মেমো এবং নথি পর্যালোচনা করা হল। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ তয়েদ উদ্দিন খান, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ, এস, এম, কামাল আমরোহী চৌধুরী এবং রাষ্ট্র প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী এর বিস্তারিত যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হল।
		গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত নং- ৯, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-১২/২০১৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২১.০৩.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-
		রাষ্ট্র পক্ষের এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য হতে রাষ্ট্র পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এরূপ যে, আসামী এ,এস,আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম গত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩০.০৮.২০১৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬:০০ ঘটিকার সময় বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান এর ৭/এ ধানমন্ডিস্থ বাসায় বিচারপতি মহোদয়ের কন্যা লাবিনা তাহের ও তাবিন তাহের এর পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশন এর জন্য উপস্থিত হয়ে নিজেকে পুলিশের এস,আই সালাম হিসেবে পরিচয় প্রদান করে। পরবর্তীতে সে বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রী ডাঃ সাবরিনার নিকট পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য জনপ্রতি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হিসেবে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা দাবী করে। ডাঃ সাবরিনা বিষয়টি বুঝতে না পেরে তাকে রিক্সা ভাড়া ও চা খাওয়ার জন্য বকশিস দিতে চাইলে আসামী তা নিতে অস্বীকার করে বলে যে, ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা না দিলে পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে না। ডাঃ সাবরিনা তৎক্ষনাৎ বিষয়টি বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে অবস্থানরত তার স্বামী মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানকে অবহিত করলে তিনি আসামীকে তার বাসা ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করেন। অত্র বিষয়ে এ.এস.আই মোঃ সাদেকুল ইসলামকে ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় সুপ্রীমকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে হাজির করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বলা হলে আসামী সুপ্রীম কোর্টে হাজির হয়। আসামী হাজির হলে সংশ্লিষ্ট আদালত অবগত হন যে, আসামী এস,আই সালাম নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে সে এ.এস. আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম। আসামী তার পরিচয় গোপন করে মাননীয় বিচারপতির বাড়িতে এস.আই সালাম হিসেবে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য উপস্থিত হয়। প্রকৃত পক্ষে ভেরিফিকেশনের কাজটি তার হাওলাকৃত ছিল না বরং এস.আই সালামের হাওলাকৃত ছিল। আসামী এ.এস.আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম নিজের পরিচয় গোপন করতঃ অন্য পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রদান করে মাননীয় বিচারপতির বাসায় গমন করতঃ তার নামে হাওলাকৃত নয় এমন ভেরিফিকেশনে উৎকোচ দাবী করায় বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সুয়োমোটো রুল ৮/২০১৬ নং মামলার গত ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখের আদেশের নির্দেশনা মতে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের স্পেশাল অফিসার বেগম হোসনে আরা আকতার শাহবাগ থানায় হাজির হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র এজাহার দায়ের করেন।
		উপর্যুক্ত এজাহারের প্রেক্ষিতে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক তথ্য বিবরনীর সকল কলাম পুরণ করতঃ আসামী এ.এস. আই মোঃ সাদেকুল ইসলামের বিরুদ্ধে The Penal Code 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারাসহ The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারা মতে গত ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখে শাহবাগ থানায় অত্র মামলা রুজু করেন

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এবং মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তের ব্যবস্থা করবেন মর্মে নোট প্রদান করেন। পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয় ঢাকার গত ২৮.০৯.২০১৬ ইং তারিখের আদেশে উপ-পরিচালক বেগম রাহেলা খাতুনকে অত্র মামলার তদন্তভার প্রদান করা হয়। তিনি মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে মামলার এজাহার পর্যালোচনা করেন। এজাহারকারী ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তার তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে অত্র মামলার এজাহার নামীয় একমাত্র আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি গত ২৬.০৪.২০১৭ ইং তারিখ The Penal Code 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারাসহ The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারায় আসামীর বিরুদ্ধে ১১৮ নং অভিযোগপত্র দায়ের করেন। *মোকদ্দমাটি স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য্য বিধায় বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা তার গত ২৪.০৫.২০১৭ ইং তারিখের আদেশে মোকদ্দমাটি মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ঢাকা বরাবরে প্রেরন করেন। মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ, ঢাকা গত ০৪.০৬.২০১৭ ইং তারিখ নথি প্রাপ্তির পর গত ২১.০৮.২০১৭ ইং তারিখের আদেশে অত্র মামলার একমাত্র আসামী মোঃ সাদেকুল ইসলামের বিরুদ্ধে The Penal Code 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারাসহ The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারার অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করতঃ মোকদ্দমাটি বিচার ও নিস্পত্তির জন্য অত্র আদালতে প্রেরন করেন। পরবর্তীতে গত ০৮.১০.২০১৭ ইং তারিখের আদেশে অত্র মামলার একমাত্র আসামীর বিরুদ্ধে The Penal Code 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারাসহ The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করতঃ বিচার প্রার্থনা করে।* *মোকদ্দমাটি বিচারের জন্য ধার্য্য হলে রাষ্ট্র পক্ষ অত্র মোকদ্দমার আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের লক্ষ্যে অভিযোগপত্রে উল্লেখিত ০৪ জন সাক্ষীকে অত্র আদালতে উপস্থাপন করেন। আসামী পক্ষ হতে রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদেরকে জেরা করা হয়। রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীকে The Code of Crimianl Procedure 1898 এর ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হলে আসামী নিজেকে পুনরায় নির্দোষ দাবী করতঃ কোন সাফাই সাক্ষী দিবে না, কোন কাগজপত্র দাখিল করবে না এবং তার বলবার কিছু নাই মর্মে প্রকাশ করে।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিচার্য্য বিষয় ১। অত্র মামলার একমাত্র আসামী সরকারী কর্মচারী পুলিশের এ.এস.আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম নিজ পরিচয় গোপন করে অন্যের পরিচয় দিয়ে গত ৩০.০৮.২০১৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬:০০ ঘটিকার সময় মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ৭/এ নম্বর সড়কের ৯২/বি নং বাসায় উপস্থিত হয়ে বিচারপতি মহোদয়ের দুই কন্যা লাবিনা তাহের ও তাবিন তাহের এর পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য মহোদয়ের স্ত্রীর নিকট মোট ২০০০/- টাকা উৎকোচ দাবী করেছে কিনা? ২। বর্ণিত অবস্থায় অত্র মামলার একমাত্র আসামী The Penal Code 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারা এবং The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে কিনা? **আলোচনা ও সিদ্ধান্ত** **বিচার্য্য বিষয় নং-১-২** পরস্পর সম্পর্যুক্ত বিবেচিত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে অত্র বিচার্য্য বিষয় দুটি একত্রে নেয়া হল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র পক্ষ অত্র মামলায় মোট ০৪ জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করেছেন। রাষ্ট্র পক্ষের ১নং সাক্ষী এজাহারকারী হোসনে আরা আকতার তার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি বর্তমানে বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল, সাতক্ষীরায় কর্মরত আছেন। গত ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে স্পেশাল অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় সুয়োমোটো রুল নম্বর ০৮/২০১৬, তারিখ ৩১.০৮.২০১৬ ইং মূলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোর্ট নম্বর-০৬ এর বিচারপতি জনাব ড.কাজী রেজাউল হক এর নির্দেশ মতে শাহবাগ থানায় হাজির হয়ে এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, গত ২৩.০৮.২০১৬ ইং তারিখে আসামী এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম তাহার প্রকৃত নাম ও পদবী গোপন করে নিজেকে এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম তাহার প্রকৃত নাম ও পদবী গোপন করে নিজেকে এস,আই সালাম নামে পরিচয় দিয়ে প্রকৃত এস,আই সালামের নামে হাওলাকৃত দুইটি পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় উপস্থিত হন এবং বিচারপতি মহোদয়ের দুই কন্যা যথাক্রমে লাবিনা তাহের ও তাবিন তাহের এর পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন বাবদ টাকা দাবী করেন। মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রী ডাঃ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাবরিনা বিষয়টি বুঝতে না পেরে তাকে চা নাস্তা ও রিক্সা ভাড়া বাবদ কিছু টাকা দিতে চাইলে তিনি উহা নিতে অস্বীকার করেন এবং দুইজনের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন বাবদ ১০০০/- করে ২০০০/- টাকা দাবী করেন। উক্ত টাকা না দিলে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন হবেনা বলে জানান। তখন ডাঃ সাবরিনা তাহার স্বামী মাননীয় বিচারপতি মহোদয়কে বিষয়টি জানালে বিচারপতি মহোদয় এস বি শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে জানান যে, আসামী এস.আই সালাম নামে পরিচয় দানকারী এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম যেন তার বাড়ি হতে চলে আসে এবং পরদিন সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের ৬ নং আদালতে হাজির হওয়ার জন্য বলেন। এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম পরদিন উক্ত ৬ নং কোর্টে উপস্থিত হয়ে পুনরায় নিজেকে এস,আই সালাম হিসেবে পরিচয় দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি নির্দেশিত হয়ে শাহবাগ থানায় হাজির হন এবং আসামী এ.এস.আই সাদেকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অত্র মামলার এজাহার দায়ের করেন। অত্র সাক্ষী তার সাক্ষ্যে তার দাখিলী এজাহার (প্রদর্শনী-১), তাতে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-১/১) এবং ডকে উপস্থিত আসামীকে সনাক্ত করেন। *আসামী পক্ষের জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন, সুয়োমোটো রুল ৮/২০১৬ এর নির্দেশনা মতে তিনি আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেছেন। এজাহার তার হাতের লেখা নয়, তবে তার কথা মতে লেখা হয়েছে। তিনি ২০১৬ ইং সনে এজাহার দায়ের করেন। তবে এজাহারের স্বাক্ষরে ভুলক্রমে ৩১.০৮.২০১৮ লেখা হয়েছে। সুয়োমোটো রুলে এস,আই সালামের বিরুদ্ধে মামলা করার কোন নির্দেশনা ছিল না। এস,আই সালাম এ.এস.আই সাদেকুল ইসলামের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন কিনা তা তিনি জানেন না। এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এস,আই সালামের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনের জন্য গিয়েছিলেন কিনা তা তিনি জানেন না।* *এ.এ.আই সাদেকুল ইসলাম ঘটনার তারিখ ও সময়ে মাননীয় বিচারপতি এ.টি.এম তাহেরের বাস ভবনে উপস্থিত হয়ে তার স্ত্রী ডাঃ সাবরিনার নিকট হতে পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন বাবদ ২০০০/- টাকা দাবী করেননি বা বিচারপতির স্ত্রী ডাঃ সাবরিনা সন্তুষ্ট হয়ে আসামী এ.এস.আই সাদেকুল ইসলামকে ৫০০/- টাকা দিতে চাইলে আসামী উহা গ্রহণ করেননি বা সে কারনে বিষয়টি ডাঃ সাবরিনার মান সম্মানে লাগলে তিনি উহা তার স্বামী জনাব এ.টি.এম তাহেরকে জানান বা উক্ত কারনে অত্র মামলার উৎপত্তি হয়েছে মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন অত্র সাক্ষী অস্বীকার করেন।* *রাষ্ট্রপক্ষের ২ নং সাক্ষী মোসাম্মৎ সাবরিনা মুনাজিলিন তার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি বিগত ২০১৬ ইং সনে তাহার দুই কন্যা লাবিনা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তাহের ও তাবিন তাহের এর পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন। তাহার কাছে একটি ফোন আসে এবং নিজেকে এস,আই সালাম বলে পরিচয় দিয়ে জানায় যে, তার দুই মেয়ের পাসপোর্টের কাগজপত্র তার কাছে আছে এবং ভেরিফিকেশনের জন্য তিনি তার বাসায় আসতে চান। তখন তিনি বিকাল ৫:০০ ঘটিকার পর আসতে বললে তিনি ২৩.০৮.২০১৬ ইং তারিখ বিকাল অনুমান ৫:০০ ঘটিকা হতে ৬:০০ ঘটিকার সময় তার ধানমন্ডিস্থ বাসায় আসেন এবং নিজেকে এস,আই আব্দুস সালাম হিসেবে পরিচয় দেন। এরপর তিনি তার মেয়ের পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি দেখতে চান এবং দেখার পর তিনি তার কাজ শেষ হয়েছে বলে জানান। এরপর চলে যাবার সময় তিনি তার নিকট কিছু টাকা দাবী করেন। তিনি তাকে ভাড়া বাবদ ৫০০/- টাকা দিতে চাইলে উহা গ্রহণ করতে তিনি অসম্মত হন এবং ২০০০/- টাকা দাবী করে বলেন যে, এই কাজের জন্য তিনি আরো অধিক পরিমানের টাকা নেন। ২০০০/- টাকা না দিলে ভেরিফিকেশনের কাজ হবেনা বলে তিনি জানান। তখন তিনি তার স্বামী বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানকে ঘটনার কথা জানান এবং তার বাসায় আসা এস,আই আব্দুস সালামকে চলে যাবার জন্য বলেন। এরপর তিনি বাসা হতে চলে যান। অত্র সাক্ষী আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন।
		আসামী পক্ষের জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন, মামলা দায়েরের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং অদ্য তিনি জবানবন্দীতে যা বলেছেন তা তদন্তকারী কর্মকর্তাকেও বলেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে একবারই জিজ্ঞাসাবাদ করে। ২৩.০৮.২০১৬ ইং তারিখ কি বার ছিল তা তার মনে নেই।
		আসামী তার নিকট ঘুষ বাবদ কোন টাকা দাবী করেনি বা ভুল বুঝাবুঝির কারনে অত্র মামলার উদ্ভব হয়েছে মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন অত্র সাক্ষী অস্বীকার করেন।
		রাষ্ট্র পক্ষের ৩ নং সাক্ষী উপ-পুলিশ পরিদর্শক, সি,আই,ডি মোঃ আব্দুস সালাম তার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি বর্তমানে উপ-পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে সি,আই,ডি ঢাকায় কর্মরত আছেন। গত ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখে তিনি এস বি পাসপোর্ট শাখায় রিজার্ভ অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান এর কন্যাদের পাসপোর্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে উহার ভেরিফিকেশনের জন্য এস বি এর পাসপোর্ট শাখায় আসে। উক্ত ভেরিফিকেশনের কাগজ তার নামে হাওলা ছিল না। এ.এস.আই সাদেকুল ইসলামকে বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য পাঠানো হয়নি। তৎসত্ত্বেও এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নিজের পরিচয় গোপন করে বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় যায় এবং নিজেকে এস,আই সালাম বলে বিচারপতির স্ত্রীকে পরিচয় দেয় ও বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রীর নিকট পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ২০০০/- টাকা উৎকোচ দাবী করে। আসামীর পক্ষের জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন, তিনি অদ্য আদালতে জবানবন্দীতে যা বলেছেন তা একইভাবে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকটও বলেছেন। এ,এস,আই সাদেকুল ইসলামের ঘটনার বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। পরে তিনি ঘটনা জেনেছেন। এ.এস.আই সাদেকুল ইসলামের উপর পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব ছিল না এবং বিচারপতির বাড়ীতে তার যাবার কোন এখতিয়ার ছিল না। তিনি মামলার ঘটনার বিষয় পরবর্তীতে শুনেছেন। তিনি যা শুনেছেন তা অদ্য আদালতে জবানবন্দীতে বলেছেন। রাষ্ট্র পক্ষের ৪নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ পরিচালক, রাহিলা খাতুন তার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ে উপ-পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। গত ২৮.০৯.২০১৬ ইং তারিখে একই স্থানে একই পদে কর্মরত থাকাবস্থায় ২৮.০৮.২০১৬ ইং তারিখের ৩৯৬৯১ নম্বর স্মারক মূলে তাকে অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি অতঃপর মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে আসামী এ.এস.আই মোঃ সাদেকুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তার তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় তম্মর্মে দন্ডবিধির ৪১৯ ও ১৬১ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ ইং সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাহাবাগ থানার অভিযোগপত্র নম্বর-১১৮, তারিখ ২৬.০৪.২০১৬ বিজ্ঞ আদালতে বিচারার্থে দাখিল করেন। তিনি আসামীকে আদালতে সনাক্ত করেন। আসামী পক্ষের জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন, ২৮.০৯.২০১৬ ইং তারিখে তিনি অত্র মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হন। তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে তিনি মালিবাগস্থ এস বি-র পাসপোর্ট শাখায় যান। তিনি সেখানে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। তবে সেখান হতে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড আনার জন্য যে চিঠি লয়ে তিনি সেখানে যান সে চিঠি পাসপোর্ট শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার হাতে দেন। এ,এস, আই সাদেকুল ইসলাম পাসপোর্ট শাখায় কর্মরত ছিলেন কিনা কিংবা পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য তাকে আদৌ বিচারপতি মহোদয়ের বাস ভবনে পাঠানো হয়েছিল কিনা তা তদন্তের জন্য তিনি সেখানে যান। তদন্তে তিনি জানতে পারেন যে, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব এস.আই সালামের উপর ন্যস্ত ছিল। এরপর তিনি

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলার বাদী ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আসামী সাদেকুল ইসলাম কিভাবে এস, আই সালামের নামে হাওলাকৃত পাসপোট দুইটি নেয় তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদে এ.এস.আই সাদেকুল স্বীকার করেন যে, তিনি এস.আই সালামের অনুরোধে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি এস.আই সালামকে এই মামলার আসামী করেননি। মামলার ঘটনাস্থল ধানমন্ডিস্থ বিচারপতি মহোদয়ের বাসায় তিনি কত তারিখে গিয়েছিলেন তা তার স্বরন নেই এবং চার্জশীটেও তিনি উল্লেখ করেননি। ঘটনাস্থলে তিনি একবারই গিয়েছিলেন বলে জানান। তিনি ঘটনাস্থলে যাননি বা অফিসে বসে চার্জশীট দাখিল করেছেন মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন অত্র সাক্ষী অস্বীকার করেন। অত্র মামলায় রাষ্ট্র পক্ষের অভিযোগ হল, অত্র মামলার একমাত্র আসামী সরকারী কর্মচারী পুলিশের এ.এস.আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম নিজ পরিচয় গোপন করে অন্যের পরিচয় দিয়ে গত ৩০.০৮.২০১৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬:০০ ঘটিকার সময় মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের ঢাকার ধানমন্ডির ৭/এ নম্বর সড়কের ৯২/বি নং বাসায় উপস্থিত হয়ে বিচারপতি মহোদয়ের দুই কন্যা লাবিনা তাহের ও তাবিন তাহের এর পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য মহোদয়ের স্ত্রীর নিকট মোট ২০০০/- টাকা উৎকোচ দাবী করে। বর্ণিত অবস্থায় অত্র মামলার একমাত্র আসামী এ.এস.আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম The Penal Code 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারা এবং The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে মর্মে রাষ্ট্র পক্ষ হতে দাবী করা হয়েছে। দেখা যাক, রাষ্ট্র পক্ষ তাদের উপস্থাপিত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে অত্র মামলার একমাত্র আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে কিনা? অত্র মামলায় রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষীদের মধ্য ০৪ নং সাক্ষী দূর্নীতি দমন কমিশনের উপপরিচালক বেগম রাহেলা খাতুন অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি অফিসিয়াল সাক্ষী। রাষ্ট্র পক্ষের ১নং সাক্ষী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর তৎকালীন স্পেশাল অফিসার (বর্তমানে বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল, সাতক্ষীরা) বেগম হোসনে আরা আকতার অত্র মামলার এজাহারকারী। রাষ্ট্র পক্ষের ২নং সাক্ষী মোসাম্মৎ সাবরিনা মোনাজিলিন মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের সহধর্মীনি ও ঘটনার একমাত্র চাক্ষুষ সাক্ষী। রাষ্ট্র পক্ষের ৩নং সাক্ষী পি,আই,ডি এর উপ-পুলিশ পরিদর্শক মোঃ আব্দুস সালাম। প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র পক্ষ অত্র মামলার

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চার্জশীটে উল্লেখিত সকল সাক্ষীদেরকে অত্র মামলায় উপস্থাপন করেছে। অত্র মামলায় রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য অত্যন্ত সুক্ষভাবে পর্যালোচনা প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র পক্ষের ০১ নং সাক্ষী এজাহারকারিনী তার জবানবন্দীতে রাষ্ট্র পক্ষের এজাহার সমর্থন করে বলেছেন, আসামী এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম তার প্রকৃত নাম ও পদবী গোপন করে নিজেকে এস.আই সালাম নামে পরিচয় দিয়ে প্রকৃত এস.আই সালামের নামে হাওলাকৃত দুটি পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় উপস্থিত হন এবং বিচারপতি মহোদয়ের দুই কন্যা যথাক্রমে লাবিনা তাহের ও তাবিন তাহেরের পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন বাবদ টাকা দাবী করেন। অত্র সাক্ষী তার জবানবন্দীতে আরো বলেন, মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রী সাবরিনা বিষয়টি বুঝতে না পেরে তাকে চা, নাস্তা ও রিক্সা ভাড়া বাবদ কিছু টাকা দিতে চাহিলে আসামী তা নিতে অস্বীকার করে এবং দুজনের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন বাবদ ১০০০/- টাকা করে ২০০০/- টাকা দাবী করে। রাষ্ট্র পক্ষের ০২ নং সাক্ষী মোসাম্মৎ সাবরিনা মুনাজিলিন মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের সহধর্মীনি। তিনি ঘটনার একমাত্র চাক্ষুষ সাক্ষী। প্রতীয়মান হয় যে, অত্র সাক্ষীও রাষ্ট্র পক্ষের এজাহার হুবহু সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অত্র সাক্ষী তার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি ২০১৬ সালে তার দুই কন্যা লাবিনা তাহের ও তাবিন তাহের এর পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন। তার কাছে একটি ফোন আসে এবং নিজেকে এস.আই সালাম বলে পরিচয় দিয়ে জানায় যে, তার দুই মেয়ের পাসপোর্টের কাগজপত্র তার কাছে আছে এবং ভেরিফিকেশনের জন্য তিনি তার বাসায় আসতে চান। তখন তিনি তাকে বিকেল ৫:০০ ঘটিকার পর আসতে বললে তিনি ২৩.০৮.২০১৬ ইং (প্রকৃত পক্ষে ৩০.০৮.২০১৬ ইং হবে) তারিখ বিকাল অনুমান ৫:০০ ঘটিকা হতে ৬:০০ ঘটিকার সময় তার ধানমন্ডিস্থ বাসায় আসেন এবং নিজেকে এস,আই আব্দুস সালাম হিসেবে পরিচয় দেন। অত্র সাক্ষী তার জবানবন্দীতে আরো বলেন, আসামী চলে যাবার সময় তার নিকট কিছু টাকা দাবী করে। তিনি তাকে ভাড়া বাবদ ৫০০/- টাকা দিতে চাইলে আসামী তা গ্রহণ করতে অসম্মত হন এবং ২০০০/- টাকা দাবী করে বলেন যে, এই কাজের জন্য তিনি আরো অধিক পরিমান টাকা নেন। ২০০০/- টাকা না দিলে ভেরিফিকেশনের কাজ হবে না বলে তিনি জানান। রাষ্ট্র পক্ষের ০৩ নং সাক্ষী সি.আই.ডি এর উপ-পুলিশ পরিদর্শক মোঃ আব্দুস সালাম তার জবানবন্দীতে বলেন, এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম (আসামী) কে বিচাপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য পাঠানো হয়নি।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তৎসত্ত্বেও এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম নিজের পরিচয় গোপন করে বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় যায় এবং নিজেকে এস.আই সালাম বলে বিচারপতির স্ত্রীকে পরিচয় দেয় ও বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রীর নিকট পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ২০০০/- টাকা উৎকোচ দাবী করে। রাষ্ট্র পক্ষের ০৪ নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা দূর্নীতি দমন কমিশনের উপ পরিচালক রাহেলা খাতুন তার সাক্ষ্যে বলেছেন, তিনি তদন্তে জানতে পারেন পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব এস.আই সালামের উপর ন্যাস্ত ছিল। তিনি তার জেরায় বলেছেন, আসামী এ,এস,আই সাদেকুল তার নিকট স্বীকার করে যে, সে এস.আই সালামের অনুরোধে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের কন্যাদ্বয়ের পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের কাজটি অত্র মামলার আসামীর উপর হাওলা ছিল না বরং পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব ছিল জনৈক এস.আই সালামের। আসামীকে উক্ত কাজের জন্য তার অফিস হতে মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের বাসায় পাঠানো হয়নি। তথাপিও আসামী ঘটনার দিন ও সময়ে উক্ত পাসপোর্টদ্বয়ের পুলিশ ভেরিফিকেশন এর জন্য মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের বাসায় উপস্থিত হন এবং নিজেকে এস.আই সালাম বলে পরিচয় প্রদান করেন এবং মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রীর নিকট ২০০০/- টাকা উৎকোচ দাবী করেন। প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র পক্ষের উল্লিখিত ১,২ ও ৩ নং সাক্ষী তাদের সাক্ষ্যে ঘটনার দিন আসামী এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম কর্তৃক নিজের পরিচয় গোপন করে অন্যের পরিচয়ে মাননীয় বিচারপতির স্ত্রীর নিকট পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন বাবদ ২০০০/- টাকা উৎকোচ দাবীর বিষয়ে এক ও অভিন্ন সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আসামী পক্ষ হতে রাষ্ট্র পক্ষের অত্র সাক্ষীদেরকে জেরা করা হয়েছে। রাষ্ট্র পক্ষের জেরায় অত্র সাক্ষীরা আসামী কর্তৃক নিজ পরিচয় গোপন করে অন্যের পরিচয় প্রদান করা এবং উৎকোচ দাবীর বিষয়ে কোন পরস্পর বিরোধী বা অসামঞ্জস্যপূর্ন বক্তব্য প্রদান করেননি। রাষ্ট্র পক্ষের ০২ নং সাক্ষী মোসাম্মৎ সাবরিনা মোনাজিলিন অত্র মামলার এজাহারে বর্ণিত ঘটনার ভিকটিম। সঙ্গত কারনে তিনি ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী। রাষ্ট্র পক্ষের ০৩ নং সাক্ষী সি.আই.ডি এর উপ-পুলিশ পরিদর্শক মোঃ আব্দুস সালাম অত্র মামলার আসামী এ.এস.আই মোঃ সাদেকুল ইসলামের সরাসরি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। রাষ্ট্র পক্ষের ০১ নং সাক্ষী এজাহারকারিনী মোসাম্মৎ হোসনে আরা বেগম ঘটনার সময় বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের স্পেশাল অফিসার (জেলা ও দায়রা জজ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, সাতক্ষীরাতে কর্মরত আছেন। অত্র সাক্ষীদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করবার মত কোন কারণ অত্র মামলায় প্রতীয়মান হয় না বরং সাক্ষীরা ঘটনার বিষয়ে অভিন্ন সাক্ষ্য প্রদান করায় তাদের সাক্ষ্য অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য মর্মে অত্র আদালত মনে করে।
		শুনানীকালে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী দাবী করেন যে, এজাহারে ঘটনার তারিখ ৩০.০৮.২০১৬ ইং হলেও রাষ্ট্র পক্ষের ০২ নং সাক্ষী তার জবানবন্দীতে ঘটনার তারিখ সঠিকভাবে বলতে পারেননি। তিনি ঘটনার তারিখ ২৩.০৮.২০১৬ ইং মর্মে তার জবানবন্দীতে বলেছেন। ফলে অত্র সাক্ষীর দাবীকৃত মতে এজাহারে উল্লেখিত ৩০.০৮.২০১৬ ইং তারিখ রাষ্ট্র পক্ষের দাবীকৃত মতে কোন ঘটনা ঘটেনি মর্মে বিজ্ঞ কৌশুলী দাবী করেন।
		সত্য যে, রাষ্ট্র পক্ষের ০২ নং সাক্ষী তার জবানবন্দীতে ঘটনার তারিখ হিসেবে ৩০.০৮.২০১৬ ইং তারিখের পরিবর্তে ২৩.০৮.২০১৬ ইং তারিখ বলেছেন। প্রতীয়মান হয় যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের সুয়োমোটো রুল ০৮/২০১৬ ইং মামলার গত ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখের আদেশের নির্দেশনা মতে অত্র মামলা রুজু হয়েছে। সুয়োমোটো রুল ০৮/২০১৬ নং মামলার গত ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসামী এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম গতকাল অর্থাৎ ৩০.০৮.২০১৬ ইং তারিখ বিকাল ৬:০০ ঘটিকায় মাননীয় বিচারপতির বাসায় উপস্থিত হন। অত্র মামলার আসামী মাননীয় বিচারপতির বাসায় যাননি এমন দাবী আসামী করেননি বরং আসামী তার দোষ স্বীকার করেন মর্মে মহামান্য আদালত উক্ত তারিখের আদেশে উল্লেখ করেছেন। ফলে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর উল্লেখিত দাবী আদৌ গ্রহণীয় নহে।
		বর্ণিত অবস্থায় রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যে ঘটনার দিন ও সময়ে আসামী এ.এস.আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম নিজ পরিচয় গোপন করে অন্যের পরিচয় অর্থাৎ এস.আই সালাম এর পরিচয় দিয়ে মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের ঘটনাস্থলের বাসায় উপস্থিত হয়ে তার কন্যাদ্বয়ের পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য ২০০০/-টাকা উৎকোচ দাবী করা ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়।
		এছাড়া অত্র মামলার আসামী এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশে মহামান্য আদালতে উপস্থিত হবার পর মহামান্য আদালত তাকে এ.এস.আই সালাম হিসেবে সম্বোধন করার পরেও সে তখনও তার প্রকৃত পরিচয় বলেনি মর্মে মহামান্য আদালত সুয়োমোটো রুল ০৮/২০১৬ নং মামলার গত ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখের আদেশে উল্লেখ করেছেন। আসামীর প্রকৃত নাম এ.এস.আই সাদেকুল হওয়া সত্ত্বেও সে মিথ্যাভাবে তার

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিচয় এস.আই সালাম হিসেবে প্রদান করে মাননীয় বিচারপতির বাড়ীতে গমন করেন মর্মে মহামান্য আদালত অবগত হন মর্মে উক্ত আদেশে উল্লেখ করেন। আসামী সরকারী কর্মচারী হওয়া স্বত্ত্বেও আসামী কর্তৃক মাননীয় বিচারপতির বাসায় গিয়ে উৎকোচ প্রার্থনা তথা উৎকোচ প্রদানে বাধ্য করার নিমিত্তে মিথ্যা পরিচয়ে ভয় দেখানোর বিষয়টিও মহামান্য আদালত জ্ঞাত হয়েছেন মর্মে সুয়োমোটো রুল ০৮/২০১৬ নং মামলার গত ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখের আদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। *উপরোক্ত আলোচনা, সাক্ষীদের সাক্ষ্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও মামলার নথি পর্যালোচনায় অত্র আদালত এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, গত ৩০.০৮.২০১৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬:০০ ঘটিকার সময় অত্র মামলার একমাত্র আসামী সরকারী কর্মচারী পুলিশের এ.এস.আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম নিজ পরিচয় গোপন করে এস.আই সালাম হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের ধানমন্ডিস্থ বাসায় উপস্থিত হয়ে বিচারপতি মহোদয়ের কন্যাদ্বয়ের পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রীর নিকট ২০০০/- টাকা উৎকোচ দাবী করা সংক্রান্ত অত্র মামলার একমাত্র আসামীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক আনীত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ তাদের উপস্থাপিত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে আসামীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক আনীত The Penal Code 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারাসহ The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানতি হয়েছে।* *এখন দেখা যাক, অত্র মামলার আসামীর উল্লিখিত সকল ধারায় শাস্তি পাবারযোগ্য কিনা?* *The General clauses Act 1897 এর ২৬ ধারার বক্তব্য নিম্নরূপঃ* *Where an act or omission constitutes an offence under two or more enactments, there the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the some offence.* *অত্র ধারার বক্তব্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কিছু করা বা না করা যদি দুই বা ততোধিক আইনে শাস্তিযোগ্য অরপাধ হয় সেক্ষেত্রে উক্ত আইনগুলির যেকোন একটির অধীন অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে এবং তাকে শাস্তি*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দেয়া যাবে, কিন্তু একই অপরাধের জন্য আসামীকে দুবার শাস্তি দেয়া যাবে না মর্মে উল্লিখিত ধারায় বলা হয়েছে। অত্র মামলায় ইতিমধ্যে আসামীর বিরুদ্ধে The Penal Code 1860 এর ৪১৯ ও ১৬১ ধারা এবং The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মামলার আসামী একজন সরকারী কর্মচারী হওয়ায় তার কর্তৃক মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় উপস্থিত হয়ে বিচারপতি মহোদয়ের কন্যাদ্বয়ের পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রীর নিকট ২০০০/- টাকা উৎকোচ দাবী করার বিষয়টি The Penal Code 1860 এর ১৬১ ধারা এবং The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারা অর্থাৎ উভয় ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতাভুক্ত। যেহেতু The General Clauses Act 1897 এর ২৬ ধারায় একই অপরাধের জন্য দুবার (Twice) বা দুই বা ততোধিক আইনের অধীনে কাউকে শাস্তি প্রদানের সুযোগ নেই সেহেতু উল্লিখিত অপরাধের জন্য অত্র মামলার আসামীকে The Penal Code 1860 এর ১৬১ ধারায় শাস্তি প্রদান না করে উল্লিখিত অপরাধের জন্য শুধুমাত্র The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এছাড়া অত্র মামলার আসামীর বিরুদ্ধে The Penal Code 1860 এর ৪১৯ এবং The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারায় শাস্তি পাবারযোগ্য। অত্র মামলার আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের গুরুত্বসহ মামলার সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আসামীকে The Penal Code 1860 এর ৪১৯ ধারায় ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে মর্মে অত্র আদালত মনে করে। বর্ণিত অবস্থায় বিচার্য্য বিষয় দুটি রাষ্ট্র পক্ষের অনুকূলে নিস্পত্তি করা হল। *অতএব,* ***আদেশ হয় যে,*** *অত্র মামলার একমাত্র আসামী মোঃ সাদেকুল ইসলাম, এ.এস.আই (সাময়িক বরখাস্ত) এ.এস.আই নম্বর-২৩৪৬, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ, ঢাকা পিতাঃ মৃত মোঃ আলী, গ্রাম-চাড়োল, ডাকঘর-খোচাবাড়ী, থানা-বালিয়াডাঙ্গী, জেলা-ঠাকুরগাঁও এর বিরুদ্ধে The penal Code 1860 এর ৪১৯ ধারার*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল। *এছাড়া অত্র আসামীর বিরুদ্ধে The prevention of Corruption Act 1947 এর ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে আরো ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল। উভয় ধারার প্রদত্ত দন্ড পৃথক পৃথকভাবে চলবে। অত্র মামলায় আসামীর হাজতবাসকালীন সময় অত্র দন্ডের মেয়াদ হতে বাদ যাবে। আসামীর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।* *দ্যা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮ এর ৩৭৩ ধারার বিধান অনুসারে অত্র রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা বরাবরে প্রেরন করা হোক।* *আমার কথায় লিখিত ও আমা কর্তৃক সংশোধিত।* *স্বা/-অস্পষ্ট* *শেখ হাফিজুর রহমান* *বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ)* *বিশেষ জজ আদালত নং-৯, ঢাকা।* *স্বা/-অস্পষ্ট* *শেখ হাফিজুর রহমান* *বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ)* *বিশেষ জজ আদালত নং-৯, ঢাকা।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাদীপক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা নিম্নে অনুলিখন হলোঃ** **পি, ডব্লিউ-১** ***হোসনে আরা আকতার*** *আমি বর্তমানে বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, সাতক্ষীরায় কর্মরত আছি। গত ৩১/০৮/২০১৬ ইং তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে স্পেশাল অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় সুয়মোটো রুল নং ০৮/২০১৬ তারিখ ৩১/৮/২০১৬ মুলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোর্ট নং ৬- এর বিচারপতি জনাব ডঃ কাজী রেজাউল হক এর নির্দেশে আমি শাহবাগ থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে এজাহার দায়ের করি, যে, গত ৩০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ আসামী এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম তাহার প্রকৃত নাম ও পদবী গোপন করিয়া এবং নিজেকে এস,আই সালাম নামে পরিচয় দিয়া প্রকৃত এস,আই, সালামের নামে হওলাকৃত দুইটি পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনে হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের ধানমন্ডিস্থ বাসায় উপস্থিত হইয়া বিচারপতি মহোদয়ের দুই কন্যা যথাক্রমে লাবিনা তাহের ও তাবিন তাহের এর পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাবদ টাকা দাবী করেন। মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রী ডাঃ সাবরিনা বিষয় বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে চা নাস্তা ও রিক্সা ভাড়া বাবদ কিছু টাকা দিতে চাহিলে তিনি উহা নিতে অস্বীকার করেন এবং দুইজনের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন বাবদ ১০০০/- টাকা করিয়া মোট ২০০০/- টাকা দাবী করেন এবং উক্ত টাকা না দিলে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন হইবেনা বলিয়া জানান। তখন ডাঃ সাবরিনা তাহার স্বামী মাননীয় বিচারপতি মহোদয়কে বিষয়টি জানাইলে বিচারপতি মহোদয় এস,বি শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বলেন যে, আসামী এস,আই সালাম নামে পরিচয় দানকারী এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম যেন তাহার বাড়ী হইতে চলিয়া আসেন এবং পরদিন সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের ৬ নং আদালতে হাজির হওয়ার জন্য বলেন। পরদিন ৩১/৮/২০১৬ ইং তারিখ এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম উক্ত ৬ নং কোর্টে উপস্থিত হইয়া পুনরায় নিজেকে এস,আই সালাম হিসাবে পরিচয় দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত হইয়া আমি শাহবাগ থানায় হাজির হই এবং আসামী এ,এস,আই সাদেকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অত্র মামলার এজাহার দায়ের করি। আসামী আদালতের ডকে উপস্থিত আছে। ইহাই আমার দায়েরী গত ৩১/৮/২০১৬ ইং তারিখের এজাহার প্রদর্শনী-১ এবং এজাহারকারী হিসাবে ইহাই আমার সেই স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১। ইহাই আমার জবানবন্দী। স্বাক্ষর- অস্পষ্ট ১৩/০৩/২০১৮। সুয়মোটো রুল ৮/২০১৬ ইং এর নির্দেশনা মতে আমি আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করি। এজাহার আমার হাতের লিখা নহে। তবে আমার কথামত লেখা হইয়াছে। এজাহার আমি ২০১৬ ইং সনে স্বাক্ষর করিয়াছি। তবে এজাহারে স্বাক্ষরে ভুলক্রমে ৩১/৮/২০১৮ লেখা হইয়াছে। সুয়মটো রুলে এস,আই সালামের বিরুদ্ধে মামলা করার কোন নির্দেশনা ছিল না। এস,আই, সালাম আসামী এ,এস,আই সাদেকুল ইসলামের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিনা তাহা আমি জানি না। এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এস,আই সালামের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন এর জন্য নিয়াছিল কিনা তাহা আমি জানি না। ইয়া সত্য নহে যে, এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম ঘটনার তারিখ ও অস্পষ্ট মাননীয় বিচারপতি এ.টিএম তাহেরের বাস ভবন উপস্থিত হইয়া তাহার স্ত্রী ডাঃ সাবরিনা-র নিকট হইতে পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন বাবদ ২০০০/-(দুই

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হাজার) টাকা দাবী করে নাই। ইহা সত্য নহে যে, বিচারপতির স্ত্রী ডাঃ সাবরিনা সন্তুষ্ট হইয়া আসামী এ,এস,আই সাদেকুল ইসলামকে ৫০০/- দিতে চাহিলে আসামী উহা গ্রহণ করে নাই বা সে কারনে বিষয়টি ডাঃ সাবরিনার মান সম্মানে লাগিলে তিনি উহা তাহার স্বামী জনাব এ.টি.এম তাহেরকে জানান। ইহা সত্য নহে যে, উল্লেখিত কারনেই অত্র মামলার উৎপত্তি হয়। এজাহারের সমুদয় বক্তব্য আমি শুনয়াছি এবং শুনিয়া অত্র মামলার এজাহার দায়ের করিয়াছি। স্বা/-অস্পষ্ট স্বাক্ষর- অস্পষ্ট হোসনে আরা আকতার ১৩/০৩/২০১৮ ১৩.০৩.২০১৮ বিশেষ জজ (জেলা জজ) বিশেষ জজ আদালত-৯.ঢাকা। **পি, ডব্লিউ-২** **মোছাঃ সাব্রিনা মুনাজিলিন** আমি বিগত ২০১৬ ইং সনে আমার দুই কন্যা লাবিনা তাহের ও তাবিন তাহের এর পাসপোর্টের জন্য আবেদন করি। আমার কাছে একটি ফোন আসে এবং নিজেকে এস,আই সালাম বলিয়া পরিচয় দিয়ে বলে যে, আমার দুই মেয়ের পাসপোর্টের কাগজপত্র তাহার কাছে আছে এবং Verification এর জন্য তিনি আমার বাসায় আসিতে চাহেন। তখন আমি তাহাকে বিকাল ৫.০০ ঘটিকার পর আসিতে বলি তৎপর তিনি ২৩/৮/২০১৬ ইং তারিখে বিকাল অনুমান ৫.০০ ঘটিকা হইতে ৬.০০ ঘটিকার সময় আমার ধানমন্ডিস্থ বাসায় আসেন এবং নিজেকে এস,আই আব্দুস সালাম হিসাবে পরিচয় দেন। ইহার পর তিনি আমার মেয়ের পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি দেখিতে চান এবং দেখার পর তিনি তাহার কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া জানাল। ইহার পর তিনি চলিয়া যাওয়ার সময় কিছু টাকা আমার কাছে দাবী করেন। আমি তাহাকে ভাড়া বাবদ ৫০০/- টাকা দিতে চাহিলে তিনি উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন এবং ২০০০/- টাকা দাবী করিয়া বলেন যে, এই কাজের জন্য তিনি আরও অধিক পরিমানের টাকা নেন এবং ২০০০/- টাকা না দিলে ভেরিফিকেশনের কাজ হইবে না বলিয়া জানান। ইহার পর আমি আমার স্বামী বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানকে উক্ত ঘটনার কথা জানাই এবং আমার বাসায় আসা এস আই আব্দুস সালামকে চলিয়া যাওয়ার জন্য বলি। ইহার পর তিনি আমার বাসা হইতে চলিয়া যান।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী আদালতের ডকে উপস্থিত আছে। ইহা আমার জবানবন্দী। *স্বাক্ষর-অস্পষ্ট* *৭/০৮/২০১৮* *জেরাঃ-* *মামলা দায়েরের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে এবং অদ্য আমি জবানবন্দীতে যাহা বলিয়াছি তাহা তদন্তকারী কর্মকর্তাকেও বলি। তদন্তকারী কর্মকর্তা একবারই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।* *২৩/০৮/২০১৬ ইং তারিখ কি বার ছিল তাহা মনে নাই।* *ইহা সত্য নহে যে, আসামী আমার নিকট হইতে ঘুষ বাবদ ২০০০/- টাকা দাবী করে নাই।* *ইহা সত্য নহে যে, ভুল বুঝাবুঝির কারনে অত্র মামলার উদ্ভব ঘটিয়াছে।* *স্বাক্ষর-অস্পষ্ট* *০৭/০৮/২০১৮* ***পি, ডব্লিউ-৩*** ***মোঃ আব্দুস সালাম (উপ পুলিশ পরিদর্শক)*** আমি বর্তমানে উপ-পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে সি,আই,ডি ঢাকায় কর্মরত আছি। গত ৩১.০৮.২০১৬ ইং তারিখে আমি এস,বি পাসপোর্ট শাখা, ঢাকায় রিজার্ভ অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলাম। বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান এর কন্যাদের পাসপোর্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে উহার ভেরিফিকেশনের জন্য এস,বি, পাসপোর্ট শাখায় আসে। উক্ত ভেরিফিকেশনের কাগজ আমার নামে হাওলা ছিল না। এ,এস,আই সাদেকুল ইসলামকে বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য পাঠানো হয় নাই। তৎস্বত্ত্বেও এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম নিজের পরিচয় গোপন করিয়া বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় যায় এবং নিজেকে এস,আই সালাম বলিয়া বিচারপতির স্ত্রীকে পরিচয় দেয় এবং বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রীর নিকট পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ২০০০/- (দুই হাজার) উৎকোচ দাবী করে। পরবর্তীতে আমি বিগত ০১.০৩.২০১৭ ইং তারিখে দুদকের উপ-পরিচালক রাহেলা খাতুনের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করি। ইহাই আমার জবানবন্দী। আসামী আদালতের ডকে উপস্থিত আছে।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্বাক্ষর-অস্পষ্ট ০২/১০/২০১৮ *জেরাঃ* *আমি অদ্য আদালতে যাহা জবানবন্দীতে বলিয়াছি তাহা একইভাবে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকটও বলিয়াছি। এ,এস,আই সাদেকুল ইসলামের ঘটনার বিষয়ে আমি কিছুই জানিতাম না। পরে ঘটনার পর জানিয়াছি।* *এ,এস,আই সাদেকুল ইসলামের উপর পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব ছিল না এবং বিচারপতির বাড়ীতে তাহার যাওয়ারও কোন এখতিয়ার ছিল না। আমি মামলার ঘটনার বিষয়ে পরবর্তীতে শুনিয়াছি।* *আমি যাহা শুনিয়াছি তাহাই অদ্য আদালতে জবানবন্দীতে বলিয়াছি।* স্বাক্ষর-অস্পষ্ট ০২/১০/২০১৮ **পি, ডব্লিউ-৪** **মোসাম্মৎ রাহিলা খাতুন** *আমি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়ে উপ-পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছি। গত ২৮.০৯.২০১৬ ইং তারিখে একই স্থানে একই পদে কর্মরত থাকাবস্থায় স্মারক নং ৩৯৬৯১ তারিখ ২৮.০৯.২০১৬ মূলে অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে আমাকে নিয়োগ করা হয়। ইহাই সেই ২৮.০৯.২০১৯ ইং তারিখের নিয়োগপত্র প্রদর্শনী-২।* *অতঃপর আমি অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহণ করিয়া আসামী এ,এস,আই মোঃ সাদেকুল ইসলাম পিতা মোহাম্মদ আলী সহ এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করি। তদন্তকালে জানা যায় যে, বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান দুই কন্যা লাবিনা তাহের ও তাবিন তাহের এর পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য আসামী এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম এস,আই সালাম নামে গত ২৩.০৮.২০১৬ তারিখে বিচারপতি ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে আসেন এবং ভেরিফিকেশনের সময় বিচারপতির স্ত্রী সাবরিনা মুনাজিলিন এর নিকট ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা উৎকোচ দাবী করেন। তখন সাবরিনা মুনাজিলিন বিষয়টি তাহার স্বামী বিচারপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সাইফুর রহমানকে টেলিফোনের মাধ্যমে জানান। তখন বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান এ,এস,আই সাদেকুল ইসলামকে তাহার বাসা ত্যাগ করিতে বলেন, উল্লেখ্য ঐ সময় এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম পাসপোর্ট শাখায় কর্মরত ছিলেন না। তিনি*

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এস,বি-র সি,এস শাখায় কর্মরত ছিলেন। এস,বি পাসপোর্ট শাখা হইতে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করা হয়। এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম এস,আই সালাম পরিচয়ে বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় যায়। পরবর্তীতে গত ৩১/০৮/২০১৬ ইং তারিখে এ,এস,আই সাদেকুল কে আদালতে হাজির করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত ৩১/০৮/২০১৬ ইং তারিখে সুপ্রীম কোর্টের স্পেশাল অফিসার হোসনে আরা আকতার বাদী হইয়া শাহবাগ থানায় আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪১৯, ১৬১ তৎসহ ১৯৪৭ ইং সনের দুর্নীতি আইনের ৫(২) ধারায় একটি এজাহার দায়ের করিলে উহা শাহবাগ থানার মামলা নং-৪৩, তারিখ ৩১/০৮/২০১৬ হিসাবে রুজু হয়। তখন জানা যায় এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম এস,আই সালাম নহেন। এ.এস.আই সাদেকুল দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তদন্তকালে আমি এস,বি-র পাসপোর্ট শাখায় মালিবাগে যাই এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট নথী পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাই যে, এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম ০২/০৯/২০১৫ ইং তারিখ হইতে ৩১/০৮/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত পাসপোর্ট শাখায় কর্মরত ছিলেন না। তিনি এস,বি-র সি,এস শাখায় কর্মরত ছিলেন, তিনি ভুয়া এস,আই সালাম সাজিয়া পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ধানমন্ডিস্থ বিচারপতি মহোদয়ের বাসভবনে গিয়াছিলেন। আমি তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য বলিয়া প্রমানিত হওয়ায় দণ্ডবিধির ৪১৯, ১৬১ তৎসহ ১৯৪৭ ইং সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাহবাগ থানার অভিযোগপত্র নং- ১১৮, তারিখ ২৬/০৪/২০১৬ বিজ্ঞ আদালতে বিচারার্থে দাখিল করি। উল্লেখ্য, তদন্তকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর অভিযোগ পত্র দাখিলের নিমিত্তে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে সাক্ষ্য স্মারকলিপি বিগত ২/৩/২০১৭ ইং তারিখে দাখিল করি। তৎপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ আমাকে বিগত ২৪/০৪/২০১৭ ইং তারিখে ১৩৭১৬ নং স্মারক মূলে আমাকে তদন্ত রিপোর্ট দাখিলের অনুমতি প্রদান করেন। উক্ত অনুমতি আমি আদালতে দাখিল করিয়াছি। ইহাই সেই ২৪/০৪/২০১৭ ইং তারিখের অনুমতি পত্র প্রদর্শনী-৩। আসামী আদালতের ডকে উপস্থিত আছে। ইহাই আমার জবানবন্দী। স্বাক্ষর-অস্পষ্ট ২৮/১০/২০১৮ জেরাঃ- ২৮/০৯/২০১৬ ইং তারিখে আমি অত্র মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হই। তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া আমি মালিবাগস্থ এস,বি-র পাসপোর্ট শাখায়

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যাই।২৮/০২/২০১৭ ইং তারিখে আমি সেখানে যাই। আমি সেখানে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই। তবে সেখান হইতে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড আনার জন্য যে চিঠি লইয়া যাই সেই চিঠি পাসপোর্ট শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার হাতে দেই এ.এস.আই সাদেকুল ইসলাম পাসপোর্ট শাখায় কর্মরত ছিলেন কিনা কিংবা পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য তাহাকে আদৌ বিচারপতি মহোদয়ের বাসভবনে পাঠানো হইয়াছিল কিনা তাহা তদন্তের জন্য সেখানে যাই। তদন্তে জানা যায় যে, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব এস,আই সালামের উপর ন্যাস্ত ছিল। *ইহার পর আমি মামলার বাদী ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করি। আসামী সাদেকুল ইসলাম কিভাবে এস,আই সালামের নামে হাওলাকৃত পাসপোর্ট দুইটা নেন। তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদে এ.এস.আই সাদেকুল স্বীকার করেন যে, এস,আই সালামের অনুরোধে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য গিয়াছিল।* *আমি এস,আই সালামকে এই মামলায় আসামী করি নাই। আমি এই মামলার ঘটনাস্থল ধানমন্ডিস্থ বিচারপতি মহোদয়ের বাসায় কত তারিখে গিয়াছি তাহা স্মরণ নাই। চার্জশীটেও উহা উল্লেখ করি নাই। ঘটনাস্থলে আমি একবারই গিয়াছিলাম।* *দুদকের মামলায় ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র অংকন হয় নাই। ঘটনাস্থলে বিচারপতি মহোদয়ের স্ত্রী ছাড়া আর কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই।* *ইহা সত্য নহে যে, আমি ঘটনাস্থলে যাই নাই বা অফিসে বসিয়াই চার্জশীট দাখিল করিয়াছি বা সঠিকভাবে তদন্ত করিলে আসামীর বিরুদ্ধে চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল হইত।* *স্বাক্ষর-অস্পষ্ট* *০২/১০/২০১৮* **মোঃ আব্দুস সালাম (উপ পুলিশ পরিদর্শক) তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি বিগত ইংরেজী ৩১.০৮.২০১৬ তারিখে এস,বি, পাসপোর্ট শাখা, ঢাকায় রিজার্ভ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জবানবন্দিতে আরো বলেন যে, বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান এর কন্যাদের পাসপোর্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভেরিফিকেশন জন্য এস,বি, পাসপোর্ট শাখায় আসলেও এ,এস,আই সাদেকুল ইসলামকে বিচারপতি জনাব আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় পুলিশ ভেরিফিকেশনের**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জন্য পাঠানো হয় নাই। তার জবানবন্দি মোতাবেক এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম নিজের পরিচয় গোপন করে বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় যায় এবং নিজেকে এস,আই সালাম বলে পরিচয় দিয়ে ভেরিফিকেশনের জন্য ২০০০/- (দুই হাজার) উৎকোচ দাবী করে।
		ফলে, উপ-পুলিশ পরিদর্শক মোঃ আব্দুস সালম এর জবানবন্দি মোতাবেক এটি কাঁচের মত পরিষ্কার যে, এ,এস,আই সাদেকুল ইসলাম নিজেকে এস,আই সালাম পরিচয় দিয়ে মাননীয় বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমানের বাসায় পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য যান এবং ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা উৎকোচ দাবী করেন।
		প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে প্রসিকিশউশন পক্ষ কর্তৃক আসামী আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর যোগ্য।
		অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি নামঞ্জুর করা হলো।
		বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত নং- ৯, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-১২/২০১৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২১.০৩.২০১৯ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।
		অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।
		নাগরিকদের পাসপোর্টসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রয়োজন হয়। এই পুলিশ ভেরিফেকেশন প্রতিবেদন পেতে নাগরিকদের যথেষ্ট আর্থিক ও মানসিক ভোগান্তি হরহামেশাই পেতে হচ্ছে। অত্র মোকদ্দমাটি এর একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।
		গুরুত্বপূর্ণ বিধায় Financial Express Epaper পত্রিকায় প্রকাশিত বিগত ইংরেজী ১৯.১১.২০২২ তারিখের Opinion নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

“SMS eases police verification process

All the data should be synchronised and preserved carefully to make a comprehensive database. The use of database will eliminate the necessity of a time-consuming physical verification system gradually, suggests Tanim Asjad

POLICE verification is an essential part of obtaining passport in Bangladesh. The idea is to ensure that the passport is given to a genuine citizen with no criminal records. So, it is necessary to verify the authenticity of the pass-port seekers' details and their status. While the necessity is justified, it also becomes one of the major sources of trouble for passport seekers. Though passport seekers pay the required fees while submitting their application, they also have to spend a good amount of money for police verification in most cases. A tradition has long been there to pay police who come to verify the addresses of the applicants physically. Over the years, the rate has increased. Even in some cases, applicants have to pay an almost equal amount of fees already paid.

Generally, the verification is done by the special branch (SB) of the police. Once the passport office has sent the applications and papers to the SB office, the process of verification starts. The assigned member of the SB staff communicates with the applicants and visits their present and permanent addresses, as given by the applicants, to check the genuineness. Then they send their report to the passport offices. Undoubtedly, it can be challenging for the police to do the work smoothly for various reasons. Sometimes, the applicants are not readily available. The remoteness of residences delays the work in some cases. Again, many applicants also rush to SB offices to reach the assigned staff and produce necessary documents. Thus, the whole thing is a time-consuming process.

Against the backdrop, Chattogram Metropolitan Police (CMP) has introduced a short-text message service (SMS) to update passport seekers. Now the applicants can quickly come to know the member of the police staff assigned to verify their details. Upon completion of the verification, CMP also sends short-test messages to the applicants, informing them whether the report is positive. Currently, a passport seeker can check the status of verification online. However, they need to go to the SB office to find the assigned police officer. The text-message service makes the procedure easy now.

The wonderful service, initiated by the CMP a few months back, has already eased the lives of passport seekers. They are no more in the dark about the phase of the verification process. Now they know where to go and whom to contact if and when required. The member of the police also does not need to take much trouble to find out the applicants. The move brings transparency to the police verification process, and the CMP has already received appreciation from passport applicants.

It also shows that it is not a big deal if any government agency wants to improve its service using information and communication technology (ICT). What is needed is a willingness to do so. It is, thus, expected that metropolitan police elsewhere in the country will also follow the model soon. There are many scopes to improve the service further. For example, besides short- message service, an email could also be sent to the passport seekers.

Finally, it is time to introduce a full-fledged online verification sys-tem for passport seekers. As the National Identification (NID) card is a must for availing of a passport for any Bangladeshi citizen above 18 years, it should be enough for background checking. Moreover, all valid mobile phone users have bio- metric registration. Thus a biometric

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

database of the citizens is already there. Again, the police now regularly collect tenants' information in different cities, and the local police stations already have a set of data of the residents. All these data should be synchronised and preserved carefully to make a comprehensive database. The use of database will eliminate the necessity of a time-consuming physical verification system gradually."

উপরিল্লিখিত মতামত এবং পরামর্শ অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বাস্তব সম্মত।

মহান জাতীয় সংসদ উপরিল্লিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত ও পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করলে পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রতিবেদন পেতে নাগরিকদের ভোগান্তি লাঘব হবে।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি মহান জাতীয় সংসদের সকল সম্মানিত সংসদ সদস্যকে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-কে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।